দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষার নামে বাণিজ্য

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাড়ছে ভর্তি ফি বেতন, বাড়েনি লেখাপড়ার মান

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষার নামে বাণিজ্য চলছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেতেও। প্রতিবছর ইচ্ছামত বাড়ানো হচ্ছে স্কুলের ভর্তি ফি, বার্ষিক চার্জ ও মাসিক বেতন। কোন কারণ না দেখিয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ এভাবে বেতন ও ভর্তি ফি বাড়িয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের একরকম জিম্মি করেই অতিরিক্ত ফি, চার্জ ও বেতন বাবদ টাকা আদায় করা হচ্ছে এমন অভিযোগ অভিভাবকদের। তাদের অভিযোগ, প্রতিবছর বেতন, ও অন্যান্য চার্জ বাড়লেও স্কুলের লেখাপড়ার মান মোটেই বাড়ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে সদ্যপাসকৃত ছাত্রদের স্বল্প বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। খুব কমসংখ্যকই মানসম্মত শিক্ষক রয়েছে এ স্কুলগুলোতে। স্কুলের বেতন বাড়ানোর সাথে সাথে বেড়েছে অন্যান্য খাতেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের পরিমাণ।

বিদেশী মালিকানায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের লেখাপড়ার মান ভাল হলেও বাংলাদেশীদের পরিচালিত স্কুলের লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অভিভাবকদের। অভিভাকরা অভিযোগ করে বলেন, এসব স্কুলে যে বেতন নেয়া হয় (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে

(২০শ পৃঃ পর)

সে অনুযায়ী লেখাপড়ার মান ভাল নয়। বিদেশী মালিকানার স্কুলগুলোতে সাধারণত বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশীদের সন্তানরা লেখাপড়া করে। এগুলোর মধ্যে হলো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ঢাকা (আইএসডি), আমেরিকান স্কুল অব ঢাকা (এ আইএসডি),অস্ট্রেলিয়ান স্কুল অব ঢাকা (এআইএস)। এসব স্কুলের বেতন কাঠামো অন্যদেশের আঙ্গিকে।

বাংলাদেশীদের পরিচালিত স্কলাস্টিকা, সানবীম, সানিডেল, মাস্টার মাইন্ড, ম্যাপল লীফ, আগা খান, সাউথ ব্রীজ ইত্যাদি স্কুলের পড়াশুনার মান নিয়ে রয়েছে অভিভাবকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দেশে ইংরেজির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সন্তানকে বিদেশে লেখাপড়া করানো প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বা প্রতিযোগিতায় নিজের অবস্থান শক্ত করতে তারা তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ভর্তি করিয়ে থাকেন। আর এ সুযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেতন, ভর্তি ফি উভয়ই বাড়িয়েছে বলে মত দিয়েছেন অভিভাবকরা।

রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর লেখাপড়ার মান ও বেতন কাঠামো জানার জন্য স্কুলগুলোতে যোগাযোগ করা হলে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি স্কুলের প্রধানও এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। স্কুলের শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা এ ব্যাপারে যেকোন তথ্য জানাতে রাজি হননি। তারা জানান, এ সম্পর্কে কাউকে কিছু জানাতে আমাদের নিষেধ রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে কথা বলে এ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

রাজধানীর স্কলাস্টিকা স্কুলে ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে বেতন, ভর্তি ফি, পুনঃ ভর্তি ফিসহ সকল খাত। গত কয়েকদিন থেকে ইত্তেফাক অফিসে ফোন করে অভিভাবকরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা জিম্মি হয়ে পড়েছি। আমাদের জিম্মি করে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হয় বেতন বৃদ্ধির খবর। অভিভাবকরা জানান, গত বছর স্কলাস্টিকা স্কুলে ভর্তি ফি ছিল ৫০ হাজার টাকা। এবার তা বৃদ্ধি করে ৬৭ হাজার টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া লক্ষ টাকা ডোনেশনের মাধ্যমে এ স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ভর্তি করার পরই বেতন বৃদ্ধির সংবাদ জানানো হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। গত বছরের চেয়ে প্রতি শ্রেণীতে বেতন বাড়ানো হয়েছে ৬শ' টাকা। গত বছর প্লে শ্রেণীতে বেতন ছিল ৩ হাজার ৪শ' টাকা। এবার তা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ৪ হাজার টাকা। কেজি-ওয়ানে বেতন ছিল ৩ হাজার ৫শ' টাকা এবার তা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ৪ হাজার ১শ' টাকা। এমনি ভাবে ৬শ'; টাকা বৃদ্ধি করে কেজি টুতে ৪ হাজার ১শ', স্টান্ডার্ড ওয়ানে ৪ হাজার ২শ' টাকা করা হয়েছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে বার্ষিক চার্জও। গতবছর প্রতিশ্রেণীর জন্য পুনঃ ভর্তি ফি ছিল ১২ হাজার টাকা। এবার তা ৩ হাজার বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে বাসভাড়াও। ধানমন্ডিতে বসবাসরত এক অভিভাবক জানান, আমার সন্তানের জন্য ধানমন্ডি থেকে উত্তরা স্কলাস্টিকায় যেতে তিন মাসের জন্য ৭ হাজার টাকা করে নেয়া হতো। এবার তা ২ হাজার টাকা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ৯ হাজার টাকা। তাই অর্থের এত চাহিদা সামাল দিতে স্কলাস্টিকা থেকে ভর্তি বাতিল করে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছি। এবছর থেকে স্কলাস্টিকা স্কুলে বেতন দেয়ার নতুন সিদ্ধান্ত চালু করেছে। প্রতিবছর স্কুলের বেতন ব্যাংকে জমা দেয়া হলেও এবার থেকে স্কুলের নিজস্ব বুথে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

বাড়ি ভাড়া করে বেশিরভাগ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে নেই কোন বিনোদন সুবিধা। নেই কোন খেলার মাঠ বা অন্য কোন বিনোদন সামগ্রী। নেই পর্যাপ্ত লাইব্রেরি সুবিধা।

ধানমন্ডির ৩১ নম্বর রোডে মাস্টার মাইন্ড স্কুলেও বেতন বাড়ানো হয়েছে। অভিভাবকদের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, গত বছর "এ" লেভেলে মাসিক বেতন ছিল ৪ হাজার টাকা। এবার তা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। এ প্রতিষ্ঠানে কিছু মানসম্মত শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষকই যোগ্য ও মানসম্মত নন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা এ লেভেলের ছাত্রদের কম বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বেতন নিয়ে কম বেতনে কোনমতে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এ স্কুলটি–এমন অভিযোগ অভিভাবকদের। স্কুলে নেই খেলাধুলা করা জন্য পর্যাপ্ত জায়গা। অভিভাবকরা আরো জানান, এ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর বেতন ৩ হাজার ৮০০ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর বেতন ৪ হাজার ২শ' টাকা। তবে বেতন অনুযায়ী লেখাপড়ার মান ভাল নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হলেও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা বাংলায় কথা বলেন। তারা ততটা ইংরেজিতে অভিজ্ঞ নন।

ধানমন্ডির সাউথ ব্রীজ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর মাসিক বেতন ৬ হাজার টাকা। যাতায়াতের জন্য প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয়ে ২ হাজার ৭শ' টাকা। দশম শ্রেণীর এক ছাত্র জানায়, আমি ১৯৯৪ সালে কেজি ওয়ানে এখানে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন আমার বেতন ছিল ৪শ' টাকা। এখন দশম শ্রেণীতে বেতন ৬ হাজার টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ ছাত্র আরো জানায়, এ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা থেকে অন্য শাখায় পরিবর্তনের জন্য আমার কাছ থেকে ৫৪ হাজার টাকা নেয়া হয়েছিল।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর পাঠ্যপুস্তক, সিলেবাস, শিক্ষক নিয়োগ, বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না বলে জানালেন সংশ্লিষ্টরা।